জনগণের জয়

কংগ্রেসের ভরাডুবি

ভোট ফুরালো (ছড়া)

ভোট ফুরাল
দেশ জুড়াল
যুক্তফ্র[illegible] এল দেশে,
[illegible]স রাজা
[illegible]দেশ হয়ে
[illegible]রে ঘোষে ঘোষে।
আয়রে নাতী
আয়রে পিসী
আয়রে জেঠা খুড়ো
খোকন খাবে
দুধ ভাত
রুই-কাতলার মুড়ো।

তমলুকেতে
জিতল অজয়
বরাহনগরে জ্যোতি
ঘুমাও খোকা
ঘুমাও এখন
রাত রয়েছে অতি।
লেখা পড়া
শিখবে এবার
ঘুমাও খোকন আজ
বাংলা দেশে
হল এবার
জনগণের রাজ।

লেখক— শ্রীকুমার পাঠক

বিরস বাংলার সরস কথা—২৬

মূল্য—দশ পয়সা

বিদায় বেলা

স্থান বঙ্গেশ্বরের কক্ষ। চিন্তাকুল মনে পায়চারী করতে করতে-

বঙ্গেশ্বর—সারা দেশে যেন একটা নিরব বিপ্লব ঘটে গেল। রাজধানী ...
যাদের সমরাঙ্গনে পাঠালাম তারা অনেকেই ফিরে এল না

(ফজল রহমনের প্রবেশ)

রহমন— আমি ফিরে এসেছি জ·াব! (কুর্ণিশ করলেন)

বঙ্গেশ্বর—তুমি জয় করে ফিরে এলে : কিন্তু পরতাপ ত ফিরে এল না
গোবিন্দ, নগেন, ইভা, করবী, ডাঃ ঘোষ কোথায়! কোথায়
তারা!

রহমন— ব্যস্ত হবেন না জনাব, ওরা ঠিকই ফিরবে।

বঙ্গেশ্বর—আমায় প্রবোধ দিচ্ছ রহমন! ওই শোনো রহমন ...
চাঁপা কান্না, গোবিন্দের হাহাকার আর নগেনের ...
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

রহমান—জনাব! জনাব! স্থির হন জনাব।

বঙ্গেশ্বর—'দনের এ আলো কি নিভে যাবে না রহমন!

রহমন—কেন জনাব, দিনের এমন রুপালী আলোতেই ত ...
দেখতে পাওয়া যায় হুজুর।

বঙ্গেশ্বর—এ দৃশ্য ত আমি দেখতে চাইনি রহমন।

রহমন—উপায় নেই হুজুর, বিশ বছর ধরে আমরা যা করেছি ...
যদি দেশবাসী না দেয় তবে আমরা কি করতে পারি
জনাব।

বঙ্গেশ্বর- সত্যি রহমন, কি বিচিত্র এই দেশ!

রহমন—গুরুজীর কথাই ধরুন হুজুর, এদেশের জন্য তিনি ...
কারখানা, বাঁধ নির্মান করলেন, বিদেশ থেকে কোটি ...
ডলার ঋন নিয়ে কত পরিকল্পনাই না করলেন ...
দেশের লোক তার সুনাম গাইল না দেখে তিনি ...

গেলন. মৃত্যুর পর আমার চিতার ছাই মহাশূন্যে হাওয়ায় উড়িয়ে দিও. দেশবাসীর মুখেও কি সেই ছাই পড়েনি হুজুর !

নবাব—তুমি এমন সুন্দর কথা বলতে কোথা থেকে শিখলে রহমন।

রহমন—কিছু নিজের অভিজ্ঞতায় শিখেছি, আর কিছুটা হুজুরের কৃপায়।

(নেপথ্যে গান শোনা গেল)

জয় হল, জয় হল. জয় হল,
হল জয় !
রামবাগের মানুষ আমারই করে
আর কারও করে নয় ।

নবাব—কে। কে অমন উল্লাসে গান গাইতে গাইতে ফিরছে।

রহমন—উৎফুল্লদা, উনি রামবাগ জয় করে ফিরছেন জনাব।

(উৎফুল্লের প্রবেশ)

উৎফুল্ল—(অভিবাদন করিলেন) বঙ্গেশ্বরের জয় হোক।

নবাব—উৎফুল্ল ! তুমি কি করে জয়ী হলে উৎফুল্ল ?

উৎফুল্ল—এবারও পরাজয় আমার ভাগ্যে লেখা ছিল হুজুর কিন্তু জয়লাভ করার সাথে সাথে এক নূতন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছি জনাব।

নবাব—বল, বল উৎফুল্ল কি সেই অভিজ্ঞতা !

উৎফুল্ল—এবার, রামবাগের মাটি আমি চষে বেড়িয়েছি জনাব ! যাদের একদিন ঘৃনা করতুম সেই সব সাধারন মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নতজানু হয়ে ভোট প্রার্থনা করেছি, ওদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে এবার গদী পেলে রাজপ্রাসাদের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে শুয়ে শুয়ে আর কখনও সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকব না।

নবাব—গদী আর কোথায় পাচ্ছ বল ? এমন শোচনীয় ভাবে পরাজিত হব—এত আমি ভাবতে পারিনি উৎফুল্ল !

উৎফুল্ল—সাধারন মানুষের কাছ থেকে আমরা অনেক দুরে সরে
জনাব।

(নেপথ্যে গান শোনা গেল)

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না
আপি এত করেও এ নির্ব্বাচনে
ভোটে জিততে পারলাম না

বঙ্গেশ্বর—কে কে গান গাইছে !

(পরতাপের প্রবেশ)

পরতাপ—আমি পরতাপ।

বঙ্গেশ্বর—তোমার কণ্ঠেত অমন গান কোনও দিন শুনিনি পরতাপ।

পরতাপ—আমি বিদায় নিতে এসেছি জনাব।

বঙ্গেশ্বর—পরতাপ তুমি মহাশক্তি ধর হয়েও কেমন করে পরাজিত
পরতাপ।

পরতাপ—হুজুর শাস্ত্রে একটা কথা আছে "লোভে পাপ, পাপে
বিশ বছরের গদীর লোভ ত্যাগ করতে না পেরে
ভাবে কৌশলে আমরা গদী দখল করতে গিয়েছি
সাময়িক গদী পেলাম বটে কিন্তু তার ফল হল
পরাজয়। আজ আর আমার কোনো মোহ নেই
আমায় বিদায় দিন, আমি যাই।

বঙ্গেশ্বর—তুমি একা কেন যাবে পরতাপ, চল তোমার সাথে আমিও
যাই। উৎফুল্ল ! আমায় বিদায় দাও বন্ধু ! (যাইতে

(বঙ্গেশ্বর ও পরতাপের প্রস্থান)

(অভাগীর প্রবেশ)

অভাগী—উৎফুল্লদা, তুমি রামবাগ জয় করেছ।

উৎফুল্ল—এ জয়তো আমি চাইনি অভা, সব শ্মশান হয়ে গেল।

পরতাপ বিদায় নিয়ে চলে গেল অভা।

অভাগী—ভয় কি উৎফুল্লদা আমি, বরুন কান্তি, গোপাল রায় সব সময় তোমার পাশে পাশে থাকব।

উৎফুল্ল—আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল অভা।

অভাগী—উৎফুল্লদা, কেঁদোনা, আবার ওরা ফিরে আসবে। উৎফুল্লদা, উৎফুল্লদা।

[যবনিকা]

বিজয় বন্দনা (পাঁচালী)

বঙ্গক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত সবে
দুই দলে পুনরায় ভোট যুদ্ধ হবে।
ফেব্রুয়ারী নয় তারিখে মাতে দুই দলে
রথী মহারথী যত ছিল মিলেছে সকলে।
সমবেত দুই দলে মহাশক্তিধর
রাজ্য লাভে মুখোমুখী প্রচণ্ড সমর।
মাইকে মাইকে ছাড়ে প্রচণ্ড হুঙ্কার
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল কাঁপে চারিধার।
সকলেই নিজ নিজ গায় জয়গান
সকলেই নিজ নিজ উড়ায় নিশান।
ইনকিলাব জিন্দাবাদ শুনি চারিধার
বন্দেমাতরম বলে কেহ করে চীৎকার।
জ্যোতি ভট্টাচার্য্য বালীগঞ্জ নেয় জয় করি
ঢাকুরিয়া জয় করে সোমনাথ লাহিড়ী।
শিয়ালদাতে দুই পক্ষে সংঘর্ষ প্রবল
প্রচণ্ড সংগ্রামে সেথা মাতে দুই দল।
অবশেষে প্রতাপ চন্দ্র ধরাশায়ী হন
যতীন চক্রবর্ত্তীকে নিয়ে নাচে জনগন।
শ্যামপুকুরে গোবিন্দ দে মহাসেনাপতি

হেমন্ত আসিয়া তার রোধ করে গতি।
কালীঘাটে সাধন গুপ্তের শুনি জয় জয়
তার কাছে বিভা মিত্রের হল পরাজয়।
জ্যোতি বোস বরানগর জয় করে নিল
তাই শুনে সারা দেশ আনন্দে মাতিল।
জয়নগরে সুবোধ বন্দ্যোঃ জয় জয়কার
ননী ভট্চায জয় করে আলিপুরদুয়ার।
নরেশ চক্রবর্ত্তী জলপাইগুড়ি করেছে দখল
খগেন দাশগুপ্ত ফেলে নয়নের জল।
চারিদিকে যুক্তফ্রন্টের জয় জয়কার
বিপক্ষ দলেতে ওঠে মহা হাহাকার।
বালীতে বিজয়ী হল পতিতপাবন
কাশীপুরে কে, জি বসু ভোটে জয়ী হন।
কামারহাটী জয়ী করে রাধিকারঞ্জন
বেলগাছিয়া জয় করে শ্রীলক্ষ্মীচরণ।
মণি সান্যাল জয়লাভ করে আলিপুরে
তরুণ সেনগুপ্ত দম দমেতে জয়লাভ করে।
নিরঞ্জন সেনগুপ্ত জয় করে যাদবপুর
গঙ্গাধর নস্কর জয় করে সোনারপুর।
রাসবিহারীতে ঘোরতর করিয়া সংগ্রাম
বিজয় ব্যানার্জী তার রেখেছে সুনাম।
বিজয়ী বীরের মত গোপাল ভট্টচার্য
পাণিহাটী করিলেন জনতার রাজ।
সাধন চক্রঃ জয়ী হলেন খড়দহের রণে
টিটাগড়ে শুক্লা হারে আমিনের সনে।
মাণিকতলায় ইলা মিত্র হন বিজয়িনী
ইণ্টালীতে জয়লাভ করে ডাঃ গণি।

কৃষ্ণনগরে কাশীকান্তের জয় জয়কার
কালনা জয় করে নেয় হরেকৃষ্ণ কোঙার।
জয় জয় যুক্তফ্রন্ট জয় জনগণ
জয় করে নিল কত শত রণাঙ্গন।
কত শত মহারথী হল কুপোকাৎ
হাওয়ায় মিলায়ে গেল বড় বড় বাৎ।
আশুতোষের জব্দ হয়ে গেল জানানত
জাহাঙ্গীর ভালভাবে হয়েছে বেইজ্জৎ।
হুমায়ুন কবীর নিজের কপাল চাপড়ায়
দলত্যাগী যত আছে করে হায় হায়—।
ঝাড়গ্রামেপ্রফুল্ল ঘোষ ভোট যুদ্ধে হারে
জনগণ অবিশ্বাসের ক্ষমা নাহি করে।
যুক্তফ্রন্ট জয় করে অধিক আসন
বিজয় আনন্দে মেতে ওঠে জনগণ।
আনন্দে উল্লাসে সব আবির ছড়ায়
ঘরে ঘরে লাল রঙে আলোক জ্বালায়।
এসেছে নূতন দিন বাংলার ঘরে
যুক্তফ্রন্ট জয়ী হল প্রচণ্ড সমরে।
শঙ্খ কাঁসর বাজে ব্যাণ্ড বিগল
মিছিল চলেছে পথে করে পিল পিল।
উলুধ্বনি দেয় প্রতি গৃহের রমনী
চারিদিকে ইনকিলাব জিন্দাবাদ শুনি।
আকাশে আতসবাজীর রোশনাই জ্বলে
রাজপথে ছুটে আসে লোক দলে দলে।
এ পাঁচালী এই রাজ্যে পড়িবে প্রত্যেকে
নূতন শপথ বাণী লও আজ থেকে।
বাংলায় প্রতিষ্ঠা হল জনতার রাজ

নিষ্ঠাভরে করো সবে নিজ নিজ কাজ।
জয় জ্যোতি সোমনাথ জয় জয় অজয়
আমাদের দেখো একটু যাতে ভাল হয়।
শ্রীকুমার পাঠক লেখে বিজয় বন্দনা
শ্রদ্ধা ভাবে দেশে যেন পড়ে সর্ব্বজনা।
যে জন পড়িবে ইহা শ্রদ্ধা সহকারে
অচিরে সৌভাগ্য দেখা দিবে তার ঘরে।
সেজন অবশ্য যুক্তফ্রন্টের দৌলতে
বঙ্গদেশে বসবাস করিবে শান্তিতে।

নূতন শক্তি

জেগেছে বাংলা জেগেছে সকলে—জাগে দেশে জনগণ
জেগেছে শ্রমিক জেগেছে কৃষক ছাত্র ও সাধারণ।
তারা চায় নাক আর জীবন সপিতে শোষণের যাঁতাকলে
তারা প্রগতির পথে আলোর জগতে ছুটে আসে দলে দলে।
তারা অধিকার চায় বাঁচিয়া থাকার প্রতিদিন ডালে ভাতে
তারা গণতান্ত্রিক অধিকার চায় ঝাণ্ডা ধরিয়া হাতে।
যারা গাড়িটী হাকিয়ে ভুড়িটি বাগিয়ে করে ফেরে রাজননীতি
তারা পাবে নাক আর এই জনতার হৃদয়ের প্রেমপ্রীতি।
দলত্যাগীরা দলত্যাগ করে বাঁচাতে চেয়েছে দেশ
দেশের জনতা কচুকাটা করে করেছে তাদের শেষ।
অবৈধ ভাবে রাজ্যের লোভে নিয়েছিল গদী যারা
জনতার রোষে তিল তিল করে শেষ হলো আজ তারা।
জয় ইউ-এফ জয় এ জনতা জয় বাংলার জয়
সারা দেশ মাতে উল্লাসে আর কারো মনে জাগে ভয়।
ভয় নাই ওরে ভয় নাই কারো এযে জনতার রাজ
বাংলা দেশেতে নুতন শক্তির জোয়ার এসেছে আজ।

শ্রীরণজিৎ কুমার পাঠক কর্ত্তৃক বাসু প্রিণ্টার্স,
৫১নং অখিল মিস্ত্রী লেন, হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত